পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর বক্তব্য।

তারিখ ঃ ০৮ মার্চ, ২০১৫ ইং
সময় ঃ দূপুর ০১:৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ ভবন নং ৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি;
- উপস্থিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর সচিব এবং সম্মানিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- উপস্থিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও চেম্বারের মহাসচিব,
- সাংবাদিক বন্ধুগণ;

আসসালামু আলাইকুম,

প্রথমেই মহান স্বাধীনতা দিবসের মাসে স্মরণ করছি নাম জানা ও না জানা বীর শহীদদের এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল জাতীয় নেতাদের।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে সময় প্রদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা করি আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পরিবেশ উন্নয়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কতৃক গ্রহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ কে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা জেনে আনন্দিত যে, স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম, যারা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অ্যানেক্স-১ভুক্ত দেশগুলো প্রদত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেসিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার বিসিসিটিএফে নিয়মিত তহবিল প্রদান করছে।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, ডিসিসিআই দেশের বৃহত্তম এবং প্রধান বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে এর সদস্যগণকে বহুমূখী সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবা প্রদানের আওতা এবং মান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিসিসিআই বাংলাদেশের প্রথম চেম্বার হিসেবে আইএসও (ISO) সনদ লাভ করেছে। এছাড়া আইসিসি ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স ফেডারেশন কর্তৃক ওয়ার্ল্ড চেম্বার কম্পিটিশন এ্যাওয়ার্ড ২০০৭, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার কর্তৃক এমএলএস-এসসিএম$^{(পি)}$ বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার এ্যাওয়ার্ড ২০১০, এশিয়া প্যাসিফিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক বেষ্ট লোকাল চেম্বার এ্যাওয়ার্ড ২০১০ এবং ওয়ার্ল্ড চেম্বার অব কমার্স প্রতিযোগিতায় বেস্ট আনকনভেনশনাল প্রজেক্ট ক্যাটাগরি ২০১১ তে ফাইনালিস্ট হিসেবে অন্তর্ভূক্তি ঢাকা চেম্বারের স্বীকৃতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার ইতোপূর্বে ২০০৫ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভিশন ২০২১ শীর্ষক একটি জাতীয় কনফারেন্স এর আয়োজন করেছিল। উক্ত কনফারেন্সে দেখানো হয় যে, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব। বিগত ২০০৮ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ঢাকা চেম্বারের তার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর একইসাথে ঢাকা শহরের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে International Business Conference (IBC) আয়োজন করে, যেখানে **"Next Fifteen Years of Bangladesh"** শীর্ষক একটি Position Paper উপস্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা চেম্বার **"Bangladesh 2030 : Strategy for Growth"** শীর্ষক একটি মেগা কনফারেন্স আয়োজন করেছিল। যেখানে দেখানো হয় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পৃথিবীর ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত করার অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। Purchasing Power Parity অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ যেখানে ২০১০ সালে আমরা ছিলাম ৪৮তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে বর্তমান ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিসিসিআই **২০০০ নতুন উদ্যোক্তা** তৈরির মহৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহযোগিতায় বিগত ৬ই নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং উদ্যোক্তা তৈরী ও উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রকাশিত **"Hand Book of Entrepreneurship Development"** শিরোনামে একটি বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়া গত ২২-২৩ জুন ২০১৪ সালে দুই দিন ব্যাপী **"DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013"** সফলভাবে আয়োজন করা হয়। এ মেলায় নতুন উদ্যোক্তাগণ মেলায় তাদের পণ্য ও সেবা নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। উক্ত এক্সপোতে সফল ৯ (নয়) জন নতুন উদ্যোক্তার হাতে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী,

মাননীয় মন্ত্রী আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে ব্যবসাই দেশের একমাত্র চালিকা শক্তি। সরকারের কাজ ব্যবসা করা নয় বরং ব্যবসাকে Facilitate করাই সরকারের মূল দায়িত্ব। আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা চাই বাংলাদেশকে বিশ্বের ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত করতে, ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা হতে চাই উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে। ভবিষ্যৎ এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করার পরিবেশ নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক গতিধারায় কোন প্রকার বাঁধা যাতে না আসে আমাদের সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। একই সাথে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সহায়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী,

একটা সময় ছিলো যখন বাংলাদেশকে বলা হতো শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ। এখন নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে দিন বদলের জন্য টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন একটি পরিবেশগত সমস্যায় পতিত হয়েছে বাংলাদেশ। জলবায়ু সমস্যায় দেশটি এমনভাবে জর্জরিত যে

সমস্যা সমাধানে "দীর্ঘমেয়াদি গ্রীন প্রযুক্তি বান্ধব পরিকল্পনা" গ্রহণ করতে না পারলে নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। আমাদের আশঙ্কা সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশের পরিচয় হবে জলবায়ু শরণার্থীর দেশ হিসাবে। কাজেই একটি সুষ্ট জবাবদিহিতামূলক জাতীয় পরিবেশ পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য পূর্ণ উদ্যমে কাজ করা দরকার।

মাননীয় মন্ত্রী,

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এবং বাংলাদেশেকে রক্ষা করতে হলে মাটি ও পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। শুধু মানুষই নয়, গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশের অস্তিত্ব আজ বিরাট ঝুঁকির সম্মুখীন। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ পৃথিবীর জলবায়ুকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। জলবায়ু এবং পরিবেশ বিনষ্টের বর্তমান এই ধারা পরিবর্তন করতে না পারলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। আর এজন্য তারা আমাদের কখনই ক্ষমা করবে না। টেকসই পরিবেশ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের এখনই একক, স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এটা করতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে।

মাননীয় মন্ত্রী,

আমি এখন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ হতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুপারিশ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

১. পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেতে যেসকল শর্ত আরোপ করা হয় তা যেন বাস্তবসম্মত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১.১. **শিল্প কারখানার জন্য Air Quality Standard/ Suspended Particulate Maters (SPM) ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটারের পরিবর্তে ২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার প্রতি ৮ ঘন্টায় নির্ধারণ করা হয়েছে।** যা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কোনভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় **পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ প্রতি ৮ ঘন্টায় Air Quality Standard/ Suspended Particulate Maters (SPM) ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘন মিটার বহাল রাখতে হবে।** এই সমস্যা নিরসন না করলে অধিকাংশ কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত থেকে যাচ্ছে এবং কারখানাগুলি নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

১.২. পরিবেশ অধিদপ্তরের শর্ত মোতাবেক **কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতি তিন মাস পর পর বায়ু/পানি পরীক্ষার জন্য সরাসরি ফি জমা দিয়ে আবেদন করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগারের লোকবল স্বল্পতার কারণে যথাসময়ে অর্থাৎ নিয়মিত প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ু/পানি পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, যা নিরসন হওয়া দরকার।**

১.৩. **Captive Power Generation** এর জন্য একটি পৃথক **environment clearance** এর প্রয়োজন হয়। যা Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) লাইসেন্স নবায়নের জন্য একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাড়াচ্ছে।

২. **প্রতিটি শিল্প-কারখানার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন না করে, Cluster করে প্রতিটি শিল্প অঞ্চলের জন্য সরকারি সহায়তায় একটি Central Effluent Treatment Plant (CETP) স্থাপন করা প্রয়োজন।** এক্ষেত্রে সকল

কারখানা গুলো থেকে utility bill হিসাবে charge করা যেতে পারে, এতে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। **ETP বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের [PPP] মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে হবে।**

৩. **Environmental perfomance সূচকে (ইপিআই) এ ১৭৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সূচকে ১৬৯তম।** পরিবেশ সূচকের মানোন্নয়নে এ-সংক্রান্ত নীতিমালা আরো শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া **পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২ এর যুগোপযোগীকরণ** করা দরকার। **১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন** প্রণীত হলেও এই দীর্ঘ সময়ে পরিবেশের উন্নয়নে তা **কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে**। এছাড়াও আইন প্রয়োগে এখনও যথেষ্ট বাধা রয়েছে। **সবাই যেন আইন মেনে চলে তার জন্য দৃশ্যমান আইনী নিরেপক্ষতার জন্য সরকারকে কার্যকর ও শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।** এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদফতরের জনবল এবং আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দ্যগ নেয়া যেতে পারে।

৪. মানুষের জীবনযাত্রায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সন্নিবেশ ঘটাতে বাড়ছে শহরায়ন। দ্রুত শহরায়ন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবেশের পাশাপাশি সমাজের নানা ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নানা সমস্যা ও হুমকি। **শহরায়নের ফলে পরিবেশ দূষন কমাতে শহরায়ন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এতে একদিকে দেশের উন্নয়ন হবে এবং অন্যদিকে শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমে আসবে এবং পরিবেশ দূষন কম হবে।**

৫. নানা ধরণের দূষণে ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ আজ সংকটাপন্ন। **Mercer's 2009 Quality of Living survey অনুযায়ি বিশ্বে বসবাস অযোগ্য নগরীর তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আমাদের মহানগরী ঢাকা।** রাজধানীর পরিবেশ সংরক্ষণে যতটুকু উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেয়া হয়েছে তাও সময়মতো এবং যথার্থভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তৈরি হয়নি। Air Quality প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কোনো দৃশ্যমান ফলাফলও দেখা যায়নি। **জলাবদ্ধতা নিষ্কাশনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, শহরে পরিকল্পিত বনায়ন, বায়ুদূষণ রোধে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।**

৬. পরিবেশ দূষণ রোধে ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পায়ন, নগরায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও ব্যক্তি খাতকে সরকারের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতায় আসতে হবে। **এক্ষেত্রে Corporate Social and Environmental Responsibility [CSER] বাস্তবায়নে কার্যকর সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের [PPP] মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে হবে।**

৭. **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।** ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধামেই তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠন ও গণমাধ্যমের সাহায্যে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

৮. **পরিবেশ দূষণ রোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুশাসন দরকার।** যা সরকার, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকারসহ সবাইকে আরও বেশি দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল করবে।

৯. **উন্নত বিশ্ব কার্বন নির্গমনের জন্য দায়ী থাকলেও বাংলাদেশের মত দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হচ্ছে। কার্বন ট্রেডিং এ বাংলাদেশের মত জলবায়ু ঝুকিতে থাকা দেশকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারের আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।**

১০. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৫৭টি নদী প্রবাহ ছাড়াও দেশটির দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। দক্ষিণের উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে তলিয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশে এমনিতে বিপুল জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। জলবায়ু শরণার্থীর সমস্যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। ইতোমধ্যে স্বল্পসংখ্যক জলবায়ু শরণার্থী বাংলাদেশের ভবিষ্যতে সমস্যার প্রকটতা নির্দেশ করে। তাই **জলবায়ু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে জাতীয় কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র ও জলবায়ু nexus যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।**

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নাম অগ্রগণ্য। যা বিদিশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়াচ্ছে। তাই এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহীত হবে, তা না হলে তারা দেশে বিনিয়োগ করতে উৎস হারাবে।**

১২. **সুন্দরবন এবং এর আশেপাশে Ecologically Critical Area তে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নিদের্শন থাকতে হবে। সুনির্দিষ্ট দিক নিদের্শন না থাকার ফলে অপরিকল্পিত ভাবে শিল্পায়ন গড়ে উঠছে।**

১৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। এক সময় এই চাহিদা মিটাতে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ব্যবহৃত হলেও এখন আমাদের সমহারে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো কোনোটি যেমন সরকারি উৎপাদন কেন্দ্রের চেয়েও পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী, আবার কোনো কোনোটি পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ ও অনেক বেশি ব্যয়বহুল। **সুন্দরবনের পরিবেশগত বিপদসীমার মধ্যে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তেমনই একটি সম্ভাব্য স্থাপনা। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে বায়দূষণকারী ৩৭ লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদিত হবে যা প্রায় ১৬ কোটি গাছ কেটে ফেলার সমান। এ ক্ষেত্রে অতি সত্বর পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**

১৪. দেশের ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎসেবা পৌঁছে দিতে বিদেশী সহায়তায় সরকার একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। এর পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব এবং সব ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত করে স্থাপনাটির সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. **যে সকল ব্যবসায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে সবুজ শিল্পায়ন, বৃক্ষরোপ ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অবদান রাখবে তাদেরকে শুধু পদক প্রদান না করে একটি "Green Certificate" প্রদান করা যেতে পারে। "Green Certificate" প্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কম TAX প্রদান করবে, সুদের হার কম করা হবে, এছাড়া বীমা প্রিমিয়াম সহ অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা পাবে।**

১৬.ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশেষ করে তুরাগ,বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ, একই সঙ্গে পানি ও ভূমি দূষণের ফলে জলজপ্রাণী ও সমগ্র এলাকার জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠছে। **এই নদী-খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খনন, পুনখননের মাধ্যমে নদীর ড্রাফট সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নৌ পথ পুনোরায় সচল করতে হবে।** এক্ষেত্রে ঢাকার নদী ও নিষ্কাশন খালগুলো পুনরুদ্ধারে এবং দূষন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মরফোলজি সার্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৭.বর্তমান সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যৎতের কথা বিবেচনায় রেখে প্রাইভেট এবং প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দ্যগ গ্রহণ করতে হবে।

১৮. উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু কার্বন উৎপাদনের মাত্রা বহুগুণ বেশি। যার অন্যতম কারণ যান্ত্রিক যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। বিশ্বে নগরসমূহে গড়ে প্রায় ৭৭% কার্বন সৃষ্টি হয় যান্ত্রিক যানবাহন থেকে। **কার্বন-ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পাবলিক পরিবহণের সেবামান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি** সকলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে **পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাতে হবে। এছাড়া জ্বালানি তেলের মান উন্নত করতে হবে।**

১৯. বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ফারাক্কার পানি উত্তোলন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মরুময়তা দেখা দিয়েছে যা প্রতিবেশ ব্যবস্থা, ভূমি ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে এসব বিপর্যয় আমাদের অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। **দূষণরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সকলকে আরও উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু বিষয়ক আর্ন্তজাতিক ফোরামে বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত রাখার বিষয়ে জোরাল ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।**

২০. নিষিদ্ধ করার পরও পলিথিন এর উৎপাদন ও বিপন্ন বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনের কারণেও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। শহর, বন্দর, শিল্পাঞ্চল, আবাসিক এলাকার ডাস্টবিন, ড্রেন, নদী, খাল, বিল, ডোবা ইত্যাদি জায়গায় পলিথিন জমা হয়ে পরিবেশ দূষিত করছে। এছাড়াও পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেনের পাইপের মধ্যে জমা হয়ে সুয়ারেজ ব্যবস্থাকে অচল করে দিচ্ছে। তাই পলিথিন বন্ধের অভিযান আরো জোরদার করতে হবে।

আজকের এ সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পক্ষ হতে যেকোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

হোসেন খালেদ
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।
তারিখ ঃ ৮ মার্চ, ২০১৫ ইং